পশ্চিমবঙ্গে ম্যালেরিয়া এক কঠিন সমস্যা

সংবাদ পর্যালোচনা

আরো কয়েকটি রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গে ম্যালেরিয়া এক কঠিন সমস্যা কে না জানে! ম্যালেরিয়া দূরিকরণ ব্যবস্থার শোচনীয় হাল, রোগ নির্ণয়ের পরিকাঠামোর অভাব, অপ্রতুল ওষুধ সরবরাহ ব্যবস্থা -- এসবের মধ্যে বহু অভিজ্ঞ দরদী চিকিৎসক রোগীদের উপযুক্ত চিকিৎসা দিতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন ; সরকার নাজেহাল ; বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) বিচলিত, সেখানে গত ২২ জুলাই ২০০৫, কোলকাতার *দি টেলিগ্রাফ* পত্রিকার প্রকাশিত হ'ল এক নজর কাড়া খবর , যেন আলাদিনের প্রদীপ পাওয়া গেছে। দক্ষিণ কোলকাতার চেতলা-র 'সেনট্রোম্যাপ'(Centromap) নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (NGO) খবরে উঠে এলো। সংস্থার প্রায়োগিক (tachnical) অধিকর্তা, মিডিয়া-প্রচারপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ ডাঃ অমিতাভ নন্দী ঘোষণা বিবৃতি দিয়েছেন কাগজে -- প্রচলিত পদ্ধতি থেকে সরে গিয়ে তাঁরা নতুন পদ্ধতিতে চিকিৎসা চালিয়েছেন ; রোগীর শরীরে ম্যালেরিয়া পরজীবীর (parasite) তাৎক্ষণিক নির্ণয়ের পরই ওষুধ প্রয়োগ করা হয়েছে, তাতে সঠিক জায়গায় সঠিক ওষুধ পড়েছে, রোগীর দেহে ওষুধের প্রতি প্রতিরোধ (drug resistance) তৈরি হওয়ার ভয় থাকছে না , এতে সাফল্য এসেছে অভিনব। প্রচলিত নিয়মে ডাক্তাররা ম্যালেরিয়া আক্রমণ সন্দেহ করলে শুরুতেই বড়ি চালু করে দেন, প্যাথোলজি রিপোর্টে দেরি হয় বলে কোনো ঝুঁকি তাঁরা নিতে চান না, স্লাইড পরীক্ষায় পরজীবীর চরিত্র জানার পর মূল চিকিৎসা চালান। WHO -নির্দেশিকাতেও সেরকমই বলা হয়েছে।

ডাঃ নন্দী বলছেন -- এ পদ্ধতিতে সমস্যার মোকাবিলা করা যাবে না ; সেনট্রোম্যাপ-এর চটজলদি চিকিৎসার 'চেতলা মডেল' সরকার গ্রহণ করলে দেশ থেকে ম্যালেরিয়া নির্মূল করা সম্ভব হবে।. . . সরকারি স্বাস্থ্য-বিভাগে উচ্চ পদাধিকারি অমিতাভবাবু চিকিৎসা পরিষেবায় সরকারি ব্যবস্থাপনার শোচনীয় দুর্দশা সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল, রোগ নিরাময়ে তৎক্ষণাৎ স্লাইড টেনে পরজীবী নির্ণয়ের পরিকাঠামো যে পশ্চিমবঙ্গের কোথাও প্রায় নেই তা তিনি সম্যক জানেন, অথচ চমক লাগানো 'সাফল্যে'র বিবৃতি দেওয়ার সময় সে কথাটা চেপে যান, বলেন না। এমনকি এও বলেননা যে ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি চেতলায় তাদের পরিক্ষামূলক কাজের সময় স্লাইড মাইক্রোস্কোপ ওষুধ উপকরণ সঙ্গে নিয়ে ঘুরেছে , যার ফলে ওই 'অভিনব সাফল্য' আনা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং এ চিত্র খন্ড , যথার্থ নয়। গোটা রাজ্যে যেখানে প্রতি আড়াই হাজার জন মানুষ-প্রতি একজন ডাক্তার, এক হাজার জন প্রতি একটা বেড, যেখানে অধিকাংশ গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্লাইড পরীক্ষার অণুবীক্ষন যন্ত্র (microscope) একটি দুর্লভ বস্তু , যেখানে প্রশিক্ষিত প্যাথলজি কুশলীর (technician) নিতান্ত অভাব, যেখানে গরীব-গুর্বো মানুষদের কাছে ওষুধ ভীষণভাবে অপ্রতুল, সেখানে অমিতাভবাবুদের 'চেতলা মডেল' কিভাবে ম্যালেরিয়া দূরীভূত করবে আমাদের বোধগম্য হয় না। বরং মিডিয়া প্রচারের বাড়-বাড়ন্ত দেখে অন্য কোনো অভিসন্ধির কথা মাথায় আসে। দুষ্ট লোকেরা বলে 'সেনট্রোম্যাপ' নাকি ওনার স্ত্রী-র এন জি ও, ভালো ফান্ডিং-এর সুযোগ আছে। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না, তবু . . .।

খন্ড তথ্য, খন্ড চিত্র সামনে রেখে দায়িত্বশীল 'বড়' মানুষদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এক ব্যাধি। এই ব্যাধির নিরাময় হওয়া দরকার আগে। না হলে, এ প্রবণতা থেকে অন্য অনেক সামাজিক ব্যাধির সংক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাবে।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়